



L'Oréal-এর হয়ে তিন দিন বিদেশে

সেদিন সকালে তিনি যখন আমাকে তুলে নিতে আমার বাড়ির নিচে এলেন, তখন খুব ভোর — ওটাই ছিল তাঁর কাজের ধরন। তিনি সব সময় বলতেন, ভোরের মুখে সোনা থাকে, আর ওই সময়ে তুমি যা-ই করো, যা-ই গড়ো, বিকেলে তা আর কখনও করা যায় না। তখন ভোর 5:30। আধা-ঠাট্টার সুরে বললেন পাসপোর্টটা সঙ্গে নিতে, আর আমি পালটা জবাব ছুড়লাম, আগে বলো তো আমরা আসলে কোন চুলোয় যাচ্ছি।

সিসিলি তো ইতালিরই অংশ, বললাম আমি, ওখানে যেতে পাসপোর্ট লাগে না — কিন্তু তিনি হেসে বললেন: তোমার মতো লোক, যে মফস্বলে অভ্যস্ত, ছোট ছোট শহরে, এই ধরনের এলাকায় — কাতানিয়ার মতো দশ লাখ লোকের শহরে যদি হারিয়ে যাও, অন্তত ওরা বুঝতে পারবে তুমি কোথাকার লোক, আর বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

হা হা হা হা হা হা হা।

ওটাই ছিল তাঁর বলার ধরন: সুপ্রভাত নান্দা, আমি এসে গেছি, আর আমি জানি তুমি কোনো বিশ্বপঘটক নও।

আমরা ফেরিতে পৌঁছোলাম, আর তিনি আমাকে আপাদমস্তক মেপে নিলেন। এই উপলক্ষে আমি একটা নীল সুট কিনেছিলাম, হালকা নীল শার্ট, নীল টাই, মচমচ শব্দ করা নতুন জুতো, আর গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী বোধ করছিলাম।

দাড়ি কামিয়েছিলাম, মেখেছিলাম আমার চিরাচরিত Gillette আফটারশেভগুলোর একটা, চুল পরিপাটি, মন পরিষ্কার — সত্যিই আমি ছিলাম ফিটফাট। কিন্তু কিছু একটা আমাকে থমকে ভাবতে বাধ্য করল: জানতাম তাঁর মাথায় কিছু একটা আছে, শুধু জানতাম না কী।

তিনি আমার হাত ধরলেন — চলো বারে যাই, দোতলায় — বললেন পেছন পেছন আসতে, আর ওখানে পৌঁছে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন সোজা পুরুষদের শৌচাগারে।

বললেন জ্যাকেট, টাই, শার্ট খুলে ফেলতে, মুখটা ভালো করে ধুয়ে ওই হতচ্ছাড়া আফটারশেভটা তুলে ফেলতে — বললেন ওটা বুড়োদের জিনিস, তাঁর দাদু যা মাখতেন সে কথা মনে করিয়ে দেয়, এত কড়া যে মশা আর তাঁর দিদিমা দুজনকেই দূরে রাখত।

টাইয়ের বদলে তিনি আমার হাতে দিলেন একটা অ্যাসকট স্কার্ফ, আর জ্যাকেটের পকেটের জন্য একটা রুমাল। তারপর খুলে নিলেন আমার আনকোরা নতুন Casio, যেটায় ক্যালকুলেটর বসানো ছিল, আর দিলেন সদ্য বাক্স থেকে বের করা একটা ঘড়ি — Omega Seamaster, ইস্পাতের কেস — বললেন ওটা ডান কবজিতে পরতে, আর অন্য কবজিতে গলিয়ে দিলেন সাদাটে রূপোলি একটা ব্রেসলেট।

ভাবলাম এখানেই শেষ, কিন্তু তারপর তিনি পকেট থেকে বের করলেন ফরাসি সুগন্ধির ছোট্ট একটা শিশি, pour femme, আর তা দিয়ে আমাকে অভিষিক্ত করলেন।

এ তো মেয়েদের সুগন্ধি, জর্জো, এ কী ছাইপাঁশ করছ তুমি?

তিনি আমাকে থামিয়ে বললেন: পুরুষ আর নারী প্রায়ই বিপরীত লিঙ্গের জন্য বানানো সুগন্ধি মাখে, তার গন্ধ কেমন সে জন্য নয়, তার যা কাজ সে জন্য। চিন্তা কোরো না, বুঝতে পারবে — এ ব্যাপারে শুধু আমার ওপর ভরসা রাখো।

কিন্তু আমি আর বুঝতে পারছি না আমরা কাজে যাচ্ছি, নাকি তুমি আমাকে না জানিয়ে মেয়েদের পেছনে ছোট্টর একটা ছুতো বের করেছ — আমাকে শুধু জানিয়ে দাও।

তিনি হেসে বললেন: আমরা কাজেই যাচ্ছি, মেয়েদের পেছনে ছুটছি না — তবে একজন বিশেষ নারী আছেন, যাঁর নামকে আমাদের সম্মান করতেই হবে, আর কথাটা কোনোদিন ভুলো না: তাঁর নাম মাসি L'Oréal।

ফেরি থেকে নামার সময় হল, সিসিলির মাটিতে পা রাখার — যদিও কেউ কখনও আমাদের কাছে পাসপোর্ট চায়নি। রাস্তাঘাট পরিষ্কার, আর লোকে কথা বলছিল আনুষ্ঠানিক “Lei” দিয়ে, অথচ আমাদের কালাব্রিয়ায় আমরা সব সময় বলতাম সেই পুরোনো “Voi”। ওটাই ছিল প্রথম তফাত, আমার প্রথম পাঠ: আমরা সত্যিই বিদেশে ছিলাম।

ফের্দিনান্দো